শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

গ্রাহক সেবা নির্দেশিকা

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)

বিদ্যুতের উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের গুরুদায়িত্ব নিয়ে এক সমন্বিত শক্তিরুপে ১৯৭২ সালের ৩১ মে কার্যক্রম শুরু করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড। তৎকালীন ওয়াটার এন্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ওয়াপদা) বিভক্ত হয়ে রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে (ধারা ৫৯) এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়।

প্রায় অর্ধ শতক ধরে বাংলাদেশের জনগণের সেবায় নিয়োজিত এই প্রতিষ্ঠানটির নেতৃত্বে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৭২ সালের মাত্র ৩০০ মেগাওয়াট থেকে আজ প্রায় ২৪ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। একই সাথে প্রতিষ্ঠানটি যুক্ত করেছে বহুমুখী গ্রাহক সেবা। বর্তমান সময় পর্যন্ত বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩ লাখে। বিকাশের ক্রমপর্যায়ে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ এবং দায়-দায়িত্বের সংযোজন-বিয়োজনের ধারায় বিউবো'র বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার কিয়দংশ কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান যেমন REB, DPDC, DESCO, PGCB, APSCL, WZPDCL, NESCO, EGCB, NWPGCL, RPCL- এর নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিউবো বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০২১ সালে দেশের সর্বমোট সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হবে ২৪,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালে সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৪০,০০০ মেগাওয়াট।

বিউবো'র বর্তমান কার্যক্রম

- একক ক্রেতা হিসাবে বিদ্যুতের ক্রয় ও বিক্রয়।
  - সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়;
  - বিতরণ সংস্থার কাছে বিদ্যুৎ বিক্রয়;
  - স্বল্প ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রণয়ন;
  - উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনার পাশাপাশি নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের বাস্তবায়ন;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন।
- REB, DPDC, DESCO, WZPDCL, NESCO এর এলাকা ব্যতীত দেশের অন্যান্য অংশে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা।

গ্রাহক সেবা কেন্দ্র

বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের "গ্রাহক সেবা কেন্দ্র"-এ নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ, বিদ্যুৎ বিভ্রাট/ বিল/ মিটার সংক্রান্ত অভিযোগ, বিল পরিশোধের ব্যবস্থাসহ সকল ধরনের অভিযোগ জানানো যাবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাবে।

নতুন বৈদ্যুতিক সংযোগ গ্রহণ

- "গ্রাহক সেবা কেন্দ্র" এবং বিউবো'র ওয়েব সাইটে নতুন সংযোগের আবেদনপত্র পাওয়া যাবে।
- অনলাইন পোর্টাল এর প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান শেষে "SUBMIT" করা হলে একটি ট্র্যাকিং নাম্বার পাওয়া যাবে। এই ট্র্যাকিং নাম্বার আবেদনের পরবর্তী কাজে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হবে। সময় সময় এই রেফারেন্স এর আলোকে আবেদনের স্টেটাস ও পরবর্তী করণীয় সর্ম্পকে জানা যাবে। এর ধারাবাহিকতায় ডিমান্ড নোটের টাকা নির্দিষ্ট ব্যাংক/বুথে জমা ও প্রয়োজনীয় করণীয় শেষে সংযোগ প্রদান কাজ সম্পন্ন হবে। যদি সংযোগ প্রদান সম্ভব না হয় তা কাজের ধারাবাহিকতায় কারণসহ জানা যাবে। এক ফেইজ সংযোগের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ডিজিটাল মিটার ক্রয় করে গ্রাহক জমা দেবেন। থ্রী ফেইজ সংযোগের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট মানের মিটার সরবরাহ করা হয়। সকল কাগজপত্র ঠিক থাকলে সিঙ্গেল ফেজ গ্রাহককে ১ থেকে ৭ দিনের মধ্যে এবং থ্রি ফেজ গ্রাহককে ১৮ দিনে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়। যদি সংযোগ প্রদান সম্ভবপর না হয় তবে তার কারণ জানিয়ে গ্রাহককে একটি পত্র দেয়া হয়।
- পরবর্তী মাসের বিলিং সাইকেল অনুযায়ী গ্রাহকের প্রথম মাসের বিল জারী করা হয়।
- সকল গ্রাহক শ্রেণীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে এককালীন বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল প্রযোজ্য হবে।

বিল সংক্রান্ত অভিযোগ

বিল সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ যেমনঃ অতিরিক্ত বিল, চলতি মাসের বিল না পাওয়া, বকেয়া বিল

ইত্যাদির জন্য "গ্রাহক সেবা কেন্দ্র"-এ যোগাযোগ করলে তাৎক্ষণিক সমাধান সম্ভব হলে তা নিষ্পত্তি করা হয়। অন্যথায় একটি নিবন্ধন নম্বর দেয়া হবে এবং পরবর্তী যোগাযোগের সময় জানিয়ে দেয়া হবে। পরবর্তীতে উক্ত নম্বর উল্লেখপূর্বক যোগাযোগ করলে অভিযোগ নিষ্পত্তির সর্বশেষ অবস্থা জানা যাবে।

বিল পরিশোধ কার্যক্রম

"গ্রাহক সেবা কেন্দ্র" সংলগ্ন ব্যাংক বুথ/ নির্ধারিত ব্যাংক, রবি, গ্রামীণফোন ও বিকাশের মাধ্যমে গ্রাহক তাঁর বিল পরিশোধ করতে পারবেন। বিদ্যুৎ গ্রাহক বিউবো'র ওয়েবসাইট থেকে (www.bpdb.gov.bd) চলতি মাসের বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহপূর্বক পরিশোধ করতে পারবেন। তাছাড়া, গ্রাহক বিল সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ

বিদ্যুৎ সরবরাহ ইউনিটের নির্দিষ্ট অভিযোগ কেন্দ্র অথবা "গ্রাহক সেবা কেন্দ্র"-এ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ জানানো হলে গ্রাহককে একটি অভিযোগ নম্বর জানিয়ে দেয়া হয়। অভিযোগ নম্বরের ক্রমানুসারে গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণ অপসারণপূর্বক বিদ্যুতের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়।

নতুন সংযোগের জন্য দলিলাদি

আবাসিক নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের তালিকা ঃ

১। জাতীয় পরিচয় পত্র/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
২। জমির মালিকানা দলিল বা লিজ ডিড বা নামজারীর কাগজ, মূল মালিক না থাকলে উত্তরাধিকার সনদ।
৩। পূর্বের সংযোগ থাকলে পরিশোধিত বিলের কপি (একই নামে বা স্থানে আরো সংযোগ নিতে নতুন করে আর কোন ডকুমেন্ট লাগবে না)।
৪। বহুতল ভবনের (১০ তলার অধিক) ক্ষেত্রে অগ্নি নির্বাপণ সনদ।
৫। রাজউক/ সিডিএ/ কেডিএ/ আরডিএ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান, হোল্ডিং নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

[বি:দ্রঃ আবাসিক গ্রাহকের লোড ৫০ কিলোওয়াটের উপরে হলে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন লাগবে]

বাণিজ্যিক নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের তালিকা ঃ

১। জাতীয় পরিচয় পত্র/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
২। জমির মালিকানা দলিল বা লিজ ডিড বা নামজারীর কাগজ, মূল মালিক না থাকলে উত্তরাধিকার সনদ।
৩। পূর্বের সংযোগ থাকলে পরিশোধিত বিলের কপি (একই নামে বা স্থানে আরো সংযোগ নিতে নতুন করে আর কোন ডকুমেন্ট লাগবে না)।
৪। বহুতল ভবনের (১০ তলার অধিক) ক্ষেত্রে অগ্নি নির্বাপণ সনদ।
৫। রাজউক/ সিডিএ/ কেডিএ/ আরডিএ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান, হোল্ডিং নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
৬। এইচ টি সংযোগের ক্ষেত্রে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন লাগবে।

শিল্প সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের তালিকা ঃ

১। জাতীয় পরিচয় পত্র/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।
২। জমির মালিকানা দলিল বা লিজ ডিড বা নামজারীর কাগজ, মূল মালিক না থাকলে উত্তরাধিকার সনদ।
৩। পূর্বের সংযোগ থাকলে পরিশোধিত বিলের কপি (একই নামে বা স্থানে আরো সংযোগ নিতে নতুন করে আর কোন ডকুমেন্ট লাগবে না)।
৪। রাজউক/ সিডিএ/ কেডিএ/ আরডিএ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান, হোল্ডিং নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
৫। শিল্প সংযোগ ক্ষেত্রে লোড ৫০ কিলোওয়াটের অধিক হলে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন ও অগ্নি নির্বাপণ সনদ লাগবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান/ হাসপাতাল এ সংযোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের তালিকা ঃ

১। জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি (প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তির)।
২। জমির মালিকানা দলিল বা লিজ ডিড বা নামজারীর কাগজপত্র।
৩। পূর্বের সংযোগ থাকলে পরিশোধিত বিলের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
৪। রাজউক/ সিডিএ/ কেডিএ/ আরডিএ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান, হোল্ডিং নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
৫। বহুতল ভবনের (১০ তলার অধিক) ক্ষেত্রে অগ্নি নির্বাপণ সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) লাগবে।

সামাজিক বা বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের জন্য বা নির্মাণ কাজের জন্য অস্থায়ী সংযোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের তালিকা ঃ

১। পাসপোর্ট সাইজের ছবি (প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তির)।
২। জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি (প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তির)।
৩। সামাজিক বা বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র।
৪। ডেভেলপার কর্তৃক ভবন নির্মাণ করা হলে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রদত্ত পাওয়ার অব এটর্নি।

সেচ সংযোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের তালিকা ঃ

১। পাসপোর্ট সাইজের ছবি (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তির ক্ষেত্রে)।
২। জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি (প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তির)।
৩। সেচ কমিটির অনুমোদনপত্র।

সোলার প্যানেল স্থাপন

- ২ কিলোওয়াট এর অধিক লোড সম্পন্ন আবাসিক গ্রাহকগণকে মোট চাহিদার ৩% লোডের জন্য সোলার প্যানেল বসানোর অনুরোধ জানাতে হবে।
- শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত লোড বরাদ্দ প্রাপ্ত গ্রাহকদের শুধুমাত্র লাইট ও ফ্যান লোডের ৭%, ৫০ কিলোওয়াটের উর্ধ্বে লোড বরাদ্দ প্রাপ্ত গ্রাহকদের লাইট ও ফ্যান লোডের ১০% এবং পোশাক শিল্পের জন্য লাইট ও ফ্যান লোডের ৫% এর জন্য সোলার প্যানেল বসানোর অনুরোধ জানাতে হবে।
- বিদ্যমান গ্রাহকগণ যারা বরাদ্দকৃত লোড বৃদ্ধি করতে চান তাদেরকেও সমুদয় লাইট ও ফ্যান লোডের উপর উল্লিখিত হার অনুযায়ী সোলার প্যানেল বসানোর অনুরোধ জানাতে হবে।

৫০ (পঞ্চাশ) কিলোওয়াট বা তদুর্ধ্ব ক্ষমতার উচ্চচাপের বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র

১। ট্রান্সফরমারের স্পেসিফিকেশন ও প্রস্তুতকারকের টেস্ট সার্টিফিকেটের কপি।
২। এইচটি/এলটি সুইচগিয়ার, পিএফআই প্ল্যান্ট, ড্রপআউট ফিউজ ও লাইটনিং অ্যারেস্টারের বিশদ বিবরণ/স্পেসিফিকেশন।
৩। উপকেন্দ্রের সিংগেল লাইন ডায়াগ্রাম (৪ কপি)সহ ফ্লোর প্ল্যানের সঠিক পরিমাপসহ উপকেন্দ্রের লে-আউট ড্রয়িং ১ (এক) কপি।
৪। সরকার অনুমোদিত সংস্থা কর্তৃক ট্রান্সফরমার তেলের সদ্য সম্পাদিত টেস্ট রিপোর্ট।
৫। কার্য সম্পাদনকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপকেন্দ্র ও অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং এর ইনস্যুলেশন ও আর্থ টেস্ট রিপোর্ট।
৬। উপকেন্দ্র ও বৈদ্যুতিক স্থাপনার কাজ সম্পাদনকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বৈধ ঠিকাদারী লাইসেন্স ও তার অধীনে নিয়োগকৃত সুপারভাইজারের সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি।
৭। রাজউক/চউক/রাউক/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা ইত্যাদি বা সরকার অনুমোদিত সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত ভবনের লে-আউট প্ল্যানের (সাব-স্টেশনের অবস্থানসহ) ১ (এক) কপি।
৮। মালিকানার স্বপক্ষে জমির দলিল/চুক্তিপত্রের কপি।

৯। গ্রাউন্ড ফ্লোর ব্যতীত অন্যান্য ফ্লোরে সাব-স্টেশন স্থাপনের ক্ষেত্রে-

ক) নিবন্ধিত কনসালটেন্টের নিকট থেকে নিরাপত্তা সনদপত্র।

খ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত সনদপত্র।

গ) ৩০০/- (তিনশত) টাকান নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে বিল্ডিং এর স্বত্ত্বাধিকারীর নির্ধারিত অঙ্গীকারনামা।

নতুন সংযোগের জন্য আবেদন ফি

	বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ	গ্রাহক শ্রেণি/প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
১	নতুন সংযোগ এবং লোড পরিবর্তনের আবেদন ফি (প্রতিটি মিটারের জন্য)	এলটি	ক) এক ফেজ	১০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
২	অস্থায়ী সংযোগের আবেদন ফি	এলটি	ক) এক ফেজ	২৫০.০০
			খ) তিন ফেজ	৫০০.০০
		এমটি		১০০০.০০

নতুন সংযোগের জন্য নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ

গ্রাহক শ্রেণি		অনুমোদিত লোড সীমা (কি.ও.)	জামানতের হার (টাকা/কি.ও.)
১	এলটি-এ এবং এলটি-বি	২ কি. ও. পর্যন্ত	৪০০.০০
		২ কি. ও. এর উর্ধ্বে	৬০০.০০
৩	এলটি-সি ১, এলটি-সি ২, এলটি-ডি ১, এলটি-ডি ২, এলটি-ই এবং এলটি-টি	সকল	৮০০.০০
৪	এমটি, এইচটি এবং ইএইচটি	সকল	১০০০.০০

* প্রি-পেইড মিটারের মাধ্যমে নতুন সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে জামানত প্রযোজ্য হবে না।

লোড পরিবর্তন

- নতুন সংযোগের ন্যায় নির্ধারিত ফি জমা প্রদানপূর্বক আবেদন করতে হবে।
- লোড বৃদ্ধির জন্য প্রযোজ্য অনুযায়ী কিলোওয়াট প্রতি বিদ্যমান হারের হিসাবে অতিরিক্ত জামানত প্রদান করতে হবে।
- অতিরিক্ত লোডের জন্য সার্ভিস তার/ মিটার বদলানো/ মিটার রুম ইত্যাদির প্রয়োজন হলে উক্ত ব্যয় গ্রাহককে বহন করতে হবে।

গ্রাহকের নাম পরিবর্তন পদ্ধতি

গ্রাহক ক্রয়সূত্রে/ ওয়ারিশ সূত্রে/ লিজ সূত্রে জায়গা বা প্রতিষ্ঠানের মালিক হলে সকল দলিলের সত্যায়িত ফটোকপি ও সর্বশেষ পরিশোধিত বিলের কপিসহ নির্ধারিত ফি ব্যাংকে জমা করে আবেদন করতে হবে। সরেজমিনে তদন্ত করে নাম পরিবর্তনের জন্য বিদ্যমান হারে জামানত বিল প্রদান করা হবে। গ্রাহক জামানত বাবদ উক্ত বিল নির্ধারিত ব্যাংকের বুথ/শাখা/দপ্তরে পরিশোধ করে তার রসিদ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দিলে নাম পরিবর্তন কার্যকর করা হবে। পূর্ববর্তী গ্রাহকের সাথে পরবর্তী গ্রাহকের সম্পত্তিসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জামানত সমন্বয় হবে।

প্রি-পেমেন্ট মিটার কার্যক্রম

- সরকার সারাদেশের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের প্রি-পেমেন্ট মিটারের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তারই আলোকে বিউবো ইতোমধ্যে প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনের ব্যাপক কার্যক্রম শুরু করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে বিউবো'র সকল নিম্নচাপ গ্রাহককে প্রি-পেমেন্ট মিটারের আওতায় নিয়ে আসা হবে।
- প্রি-পেমেন্ট মিটারিং আওতাভুক্ত এলাকায় ভেন্ডিং সেন্টার/ব্যাংকিং POS (Point of Sale) এ গিয়ে টোকেন স্লিপ এর মাধ্যমে প্রি-পেমেন্ট মিটার রিচার্জ করা যায়। মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোন, রবি এবং এমএফএস অপারেটর বিকাশ এর মাধ্যমে গ্রাহক যেকোন সময় যেকোন স্থান থেকে তার প্রি-পেমেন্ট মিটার ভেন্ডিং/রিচার্জ করতে পারেন।

- প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের সময় গ্রাহকদের নিকট হতে কোন অর্থ আদায় করা যাবে না।
- সিঙ্গেল ফেজ মিটারের মাসিক ভাড়া ৪০.০০ (চল্লিশ) টাকা এবং থ্রি-ফেজ মিটারের মাসিক ভাড়া ২৫০.০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা হিসেবে বিদ্যুৎ বিলের সাথে আদায় করা হয়।
- গ্রাহক কর্তৃক ক্রয়কৃত মিটারের ক্ষেত্রে ভাড়া আদায় প্রযোজ্য নয়।

বিদ্যুতের বিদ্যমান মূল্যহার (শ্রেণী ভিত্তিক)

(মার্চ, ২০২০ হতে প্রযোজ্য)

ক-নিম্নচাপ (এলটি) ঃ ২৩০/৪০০ ভোল্ট

বিদ্যুৎ সরবরাহ ঃ নিম্নচাপ এসি সিঙ্গেল ফেজ ২৩০ ভোল্ট এবং তিন ফেজ ৪০০ ভোল্ট
ফ্রিকোয়েন্সি ঃ ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড
অনুমোদিত লোড ঃ সিঙ্গেল ফেজ ০-৭.৫ কি.ও. এবং তিন ফেজ ০-৮০ কি.ও.

গ্রাহক শ্রেণী		এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ [টাকা/কি.ও./মাস]
১	এলটি - এঃ আবাসিক		
	লাইফ লাইন ঃ ০-৫০ ইউনিট	৩.৭৫	৩০.০০
	প্রথম ধাপ ঃ ০-৭৫ ইউনিট	৪.১৯	
	দ্বিতীয় ধাপ ঃ ৭৬-২০০ ইউনিট	৫.৭২	
	তৃতীয় ধাপ ঃ ২০১-৩০০ ইউনিট	৬.০০	
	চতুর্থ ধাপ ঃ ৩০১-৪০০ ইউনিট	৬.৩৪	
	পঞ্চম ধাপ ঃ ৪০১-৬০০ ইউনিট	৯.৯৪	
	ষষ্ঠ ধাপ ঃ ৬০০ ইউনিটের উর্ধ্বে	১১.৪৯	
২	এলটি - বিঃ সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প	৪.১৬	৩০.০০
৩	এলটি - সি ১ঃ ক্ষুদ্র শিল্প		৩০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.৫৩	
	অফ-পিক	৭.৬৮	
	পিক	১০.২৪	
৪	এলটি - সি ২ঃ নির্মাণ	১২.০০	১০০.০০
৫	এলটি - ডি ১ঃ শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল	৬.০২	৩৫.০০
৬	এলটি - ডি ২ঃ রাস্তার বাতি, পানির পাম্প	৭.৭০	৬০.০০
৭	এলটি - ডি ৩ঃ ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন		
	ফ্ল্যাট	৭.৬৪	৬০.০০
	অফ-পিক	৬.৮৮	
	সুপার অফ-পি	৬.১১	
	পিক সময়ে	৯.৫৫	
৮	এলটি - ই ঃ বাণিজ্যিক ও অফিস		
	ফ্ল্যাট	১০.৩০	৬০.০০
	অফ-পিক	৯.২৭	
	পিক	১২.৩৬	
৯	এলটি - টি ঃ অস্থায়ী	১৬.০০	১০০.০০

খ-মধ্যমচাপ (এমটি) ঃ ১১ কেভি

বিদ্যুৎ সরবরাহ ঃ মধ্যমচাপ এসি ১১ কেভি
ফ্রিকোয়েন্সি ঃ ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড
অনুমোদিত লোড ঃ ৫০ কি.ও. এর অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে অনূর্ধ্ব ৫ মে.ও.

গ্রাহক শ্রেণী		এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ [টাকা/কি.ও./মাস]
১	এমটি - ১ঃ আবাসিক		
	ফ্ল্যাট	৮.৪০	৬০.০০
	অফ-পিক	৭.৫৬	
	পিক	১০.৫০	

গ্রাহক শ্রেণী		এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ [টাকা/কি.ও./মাস]
২	এমটি - ২ঃ বাণিজ্যিক ও অফিস		
	ফ্ল্যাট	৯.১২	৬০.০০
	অফ-পিক	৮.২১	
	পিক	১১.৪০	
৩	এমটি - ৩ঃ শিল্প		
	ফ্ল্যাট	৮.৫৫	৬০.০০
	অফ-পিক	৭.৭০	
	পিক	১০.৬৯	
৪	এমটি - ৪ঃ নির্মাণ		
	ফ্ল্যাট	১১.৪৬	১০০.০০
	অফ-পিক	১০.৩১	
	পিক	১৪.৩৩	
৫	এমটি - ৫ঃ সাধারণ		
	ফ্ল্যাট	৮.৪৫	৬০.০০
	অফ-পিক	৭.৬১	
	পিক	১০.৫৬	
৬	এমটি - ৬ঃ অস্থায়ী	১৫.০০	১০০.০০
৭	এমটি - ৭ঃ ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন		
	ফ্ল্যাট	৭.৫৬	৬০.০০
	অফ-পিক	৬.৮০	
	সুপার অফ-পি	৬.০৫	
	পিক	৯.৪৫	
৮	এমটি - ৮ঃ সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প		
	ফ্ল্যাট	৫.০০	৬০.০০
	অফ-পিক	৪.৫০	
	পিক	৬.২৫	

গ-উচ্চচাপ (এইচটি) ঃ ৩৩ কেভি

বিদ্যুৎ সরবরাহ ঃ উচ্চচাপ এসি ৩৩ কেভি

ফ্রিকোয়েন্সি ঃ ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড

অনুমোদিত লোড ঃ ৫ মে.ও. এর অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে অনুর্ধ্ব ৩০ মে.ও. (২০ মে.ও. এর উর্ধ্বে অবশ্যই ডাবল সার্কিট)

গ্রাহক শ্রেণী		এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ [টাকা/কি.ও./মাস]
১	এইচটি - ১ঃ সাধারণ		
	ফ্ল্যাট	৮.৪১	৬০.০০
	অফ-পিক	৭.৫৭	
	পিক	১০.৫১	
২	এইচটি - ২ঃ বাণিজ্যিক ও অফিস		
	ফ্ল্যাট	৯.০২	৬০.০০
	অফ-পিক	৮.১২	
	পিক	১১.২৮	
৩	এইচটি - ৩ঃ শিল্প		
	ফ্ল্যাট	৮.৪৫	৬০.০০
	অফ-পিক	৭.৬১	
	পিক	১০.৫৬	
৪	এইচটি - ৪ঃ নির্মাণ		
	ফ্ল্যাট	১০.৬০	৬০.০০
	অফ-পিক	৯.৫৪	
	পিক	১৩.২৫	

ঘ-অতি উচ্চচাপ (ইএইচটি) ঃ ১৩২ কেভি এবং ২৩০ কেভি

বিদ্যুৎ সরবরাহ ঃ অতি উচ্চচাপ এসি ১৩২ কেভি এবং ২৩০ কেভি
ফ্রিকোয়েন্সি ঃ ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড
অনুমোদিত লোড ঃ ইএইচটি-১ ঃ ২০ মে.ও. থেকে সর্বাধিক ১৪০ মে.ও. (কারিগরি বিবেচনায় সিঙ্গেল অথবা ডাবল সার্কিট)
ইএইচটি-২ ঃ ১৪০ মে.ও. এর উর্ধ্বে

গ্রাহক শ্রেণী		এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ [টাকা/কি.ও./মাস]
১	ইএইচটি-১ঃ সাধারণ		
	ফ্ল্যাট	৮.৩৬	৬০.০০
	অফ-পিক	৭.৫২	
	পিক	১০.৪৫	
২	ইএইচটি-২ঃ সাধারণ		
	ফ্ল্যাট	৮.৩১	৬০.০০
	অফ-পিক	৭.৪৮	
	পিক	১০.৩৯	

আবাসিক সংযোগ প্রদানের সময়সীমা

আবাসিক বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে আবেদন (প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ) প্রাপ্তির পরবর্তী ১ থেকে ৭ দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে হবে। অসম্পূর্ণ আবেদনের বিষয় তাৎক্ষণিক আবেদনকারীকে জানিয়ে দিতে হবে।

নোটঃ ইপিজেড, বেজা এলাকায় সকল শর্ত পূরণ করলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সংযোগ প্রদান করতে হবে।

উচ্চচাপে বৈদ্যুতিক সংযোগ (HT Connection) প্রদানের সময়সীমা

১। নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন (নির্ধারিত সকল শর্তাদি প্রতিপালন ও তথ্যাদিসহ দাখিল করা হলে) প্রাপ্তির ৫ দিনের মধ্যে কারিগরী তদন্ত ও জরিপ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। অসম্পূর্ণ আবেদনের বিষয় আবেদনকারীকে তাৎক্ষণিক জানিয়ে দিতে হবে।

২। তদন্ত ও জরিপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ৮ দিনের মধ্যে লোড বরাদ্দ করে ডিমান্ড নোট ইস্যু করতে হবে। তদন্ত ও জরিপ প্রতিবেদনে ত্রুটি/বিচ্যুতি পাওয়া গেলে আবেদনকারীকে তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দিতে হবে।

৩। ডিমান্ড নোট প্রাপ্তির ৩ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে ডিমান্ড নোটের অর্থ জমা দিতে হবে। যদি উক্ত সময়সীমার মধ্যে আবেদনকারী অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয় তা হলে আবেদনের প্রসেস আর্কাইভ হয়ে যাবে। অর্থ পরিশোধের পরে আবেদন প্রসেস পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

৪। টাকা জমা দেওয়ার পরবর্তী ২ দিনের মধ্যে মিটার সরবরাহ করে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে হবে।

* প্রি-পেইড মিটার গ্রাহকগণ নীট বিদ্যুৎ বিলের উপর ১% (এক শতাংশ) হারে রিবেট পাবেন।
* পিক সময় ঃ বিকাল ৫ টা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত।
* অফ-পিক সময় ঃ রাত ১১ টা থেকে পরদিন বিকাল ৫ টা পর্যন্ত।